দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 8 MAY 2003

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা প্রসঙ্গে

দেশের জাতীয় শিক্ষার মতো একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যখন দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং শিক্ষার মূল আদর্শ ও লক্ষ্য বিকৃত হয়ে নিছক ব্যবসায়ে পরিণত হয়ে যায়, তখন উপযুক্ত শিক্ষার অস্তিত্ব যেমন লোপ পেতে থাকে শিক্ষার সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনায়ও ঘুণে ধরতে শুরু করে। আমাদের দেশে শিক্ষার বেহাল অবস্থা দেখলে অন্তত তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যক্রমে ঘন ঘন পরিবর্তন-পরিবর্ধন এবং সংস্কার উন্নয়নের সৎ উদ্দেশ্যে এ যাবত কম পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। কিন্তু শিক্ষার নানা ক্ষেত্রে অনিয়ম, অব্যবস্থা ও দুর্নীতির অবসান আর কোনোক্রমেই ঘটছে না। বিশেষতঃ বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে দুঃখজনক ও নিন্দনীয় কার্যকলাপ ও অবৈধ তৎপরতার বিবরণ সরকারী প্রতিবেদনে প্রকাশ পাচ্ছে তাতে উদ্বেগজনকভাবে বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক বন্ধ করে দেয়ার পদক্ষেপের খবরও রয়েছে। বহুল আলোচিত এই বিষয়টির প্রতি বর্তমান জোট সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় দ্রুত বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি না করলেই ভাল। কেননা যৌক্তিক কারণে হলেও কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়ার ফলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। গতকাল (বুধবার) দৈনিক ইনকিলাবের প্রথম পৃষ্ঠায় গুরুত্বসহকারে খবর প্রকাশিত হয়েছে, '১৩৭০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হচ্ছে।' বিগত আওয়ামী সরকারের আমলেও অনুরূপ পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল এবং সারাদেশে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ- বিক্ষোভও কম হয়নি। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে তখন যেসব অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছিল এবং বর্তমানে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে উভয়ের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। বর্তমানে আনীত অভিযোগগুলোর মধ্যে রয়েছে পাসের হার 'শূন্য', ছাত্রের চেয়ে শিক্ষক বেশি ইত্যাদি। ২ হাজার প্রতিষ্ঠানকে শো-কজ করা হয়েছে বলেও খবর হতে জানা যায়। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এতদিনেও কেন তাদের আচরণ পরিবর্তন না করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট হয়নি তা আমাদের বোধগম্য নয়। পরিণতিতে সারাদেশে ১ হাজার ৩৭০টি ভুয়া ও মানহীন বেসরকারী স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়ার জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও (সরকারী বেতন সহায়তা) বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া এ জাতীয় আরো ২ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও এবং সরকারী অনুমোদন কেন বাতিল করা হবে না সেজন্য তাদের 'কারণ দর্শাও' নোটিশ দেয়া হচ্ছে।' বিগত ২০০২ সালের এসএসসি, এইচএসসি, দাখিল, আলিম ও ডিগ্রী পরীক্ষায় তাদের পাসের হার 'শূন্য'। অর্থাৎ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে গত বছরে একটি ছাত্র-ছাত্রীও পাস করেনি বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে প্রকাশ।

সার্বিকভাবে সারাদেশে শিক্ষার মানের অকল্পনীয় পতন ঘটছে কেন তার মূল কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং এই অভাবনীয় ফেলের অন্তরালে কি জিনিস সক্রিয় রয়েছে তাও খতিয়ে দেখার বিষয়, ভুয়া প্রতিষ্ঠানগুলো হতে বৈধভাবে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ কিভাবে লাভ করা হয় সেই রহস্যও উদঘাটন করতে হবে। প্রকৃত ছাত্র-ছাত্রী নয়, অথচ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারছে এরূপ জালিয়াতির আশ্রয়-প্রশয় দাতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্বে যারা নিয়োজিত তাদের জবাবদিহি করতে হয় কিনা তাও প্রশ্ন বটে। কোন প্রতিষ্ঠানের এমপিও ভুক্তির জন্য যেসব শর্ত-শরায়েত রয়েছে, সেগুলো যথাযথভাবে পূরণ না করে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানএমপিওভুক্ত হতে পারে না, একথা অনস্বীকার্য। এমতাবস্থায় ভুয়া প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা কিভাবে বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে। দেশের প্রত্যেক এলাকায় বিভাগীয় শিক্ষা বোর্ড রয়েছে এবং এসব বোর্ডের দায়িত্বাবলীও নির্ধারিত, অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ঘাপলাবাজি কিভাবে চলতে পারে, যার জন্য এসব প্রতিষ্ঠান সরকার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। মোট কথা, শিক্ষার সকল স্তর হতে দুর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধ করার সুদূরপ্রসারী বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আমরা আশা করব, অভিযুক্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চূড়ান্তভাবে বন্ধ ঘোষণার পূর্বে তাকে সংশোধিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত সময় দেয়া উচিত এবং উচিত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ঐ প্রতিষ্ঠান সংশোধনে ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।